দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 MAY 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

002

দু'টি উপজেলার শিক্ষকরা তাদের ভাতা পাচ্ছে না

সিলেট, ২১শে মে (জেলা বার্তা পরিবেশক)।—সিলেট ও সুনামগঞ্জের দু'টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা অনেক দিন যাবৎ তাদের বিভিন্ন ধরনের স্কেল ও ভাতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা গত দু'বছর যাবৎ স্কুল কনটিনজেন্সী ও চিত্ত বিনোদন ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। ক'জন শিক্ষক মাসিক বেতন ভাতা ও পাননি। শিক্ষকদের গত বছরের উৎসব ভাতার অর্ধেক, বেশ ক'জন শিক্ষকের টাইম স্কেল ও নতুন বেতন স্কেল বাবদ বকেয়া পড়ে আছে দুই লাখেরও বেশী টাকা। এসব ব্যাপারে '৮৫-এর ডিসেম্বর ও '৮৬-এর জানুয়ারীতে যথাক্রমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উর্ধতন প্রাথমিক শিক্ষা কর্তপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়; কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। এতে করে শিক্ষকদের তীব্র অর্থ সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষকরাও একই অবস্থার শিকার। তারা এ ব্যাপারে গত ১৭ই মে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। এতে এই উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে টাইম স্কেল ও নতুন বেতন স্কেল থেকে বঞ্চিত এবং শিক্ষকদের উৎসব ভাতা, চিত্ত বিনোদন ভাতা, স্কুল কনটিনজেন্সী ইত্যাদি বাবদ প্রায় ৫০ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ করে এজন্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়ী করা হয়েছে। শিক্ষকরা স্মারকলিপিতে শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও এনেছেন। এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে।

মদের দাম নিয়ে সংঘর্ষে ৭জন আহত

মদের দাম নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে গত ১৮ই মে সিলেট শহরের কাষ্টঘরস্থ ধাঙ্গড় কলোনী এলাকায় সংঘটিত এক সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ২ জন পথচারী। এই দু'জনের অবস্থা গুরুতর।

ঘটনার দিন দুপুরে উল্লেখিত ধাঙ্গড় কলোনী সংলগ্ন সুধীর চন্দ্রদের মদের দোকানের লোকজনের সাথে মদের দাম নিয়ে ধাঙ্গড়দের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মদের দোকানের লোকজন লাঠি, দা, রড, ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ধাঙ্গড়দের উপর হামলা চালায়। এতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষ চলে প্রায় ৪৫ মিনিট। এ সময় হামলাকারীদের হাতে পথচারী একজন ছাত্র ও একজন ব্যবসায়ী এবং ৫ জন ধাঙ্গড় আহত হয়। আহতদের প্রথম দু'জনের অবস্থা গুরুতর। এলাকাবাসীর হস্তক্ষেপে বেলা ১টার দিকে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করা হয়।

এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে; কিন্তু আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছেনা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ধাঙ্গড়দের অভিযোগ, এই মদের দোকান থেকে প্রকৃত মদের পরিবর্তে এক ধরনের টেবলেট মেশানো পানি তাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হয়। তারা এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে মদের দোকানের লোকজন তাদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়।

এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে যে, ধাঙ্গড়দের জন্য নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও এই দোকান থেকে সকল শ্রেণীর মদ্যপ লোকের কাছে মদ বিক্রি করা হয়। ফলে এখানে সবসময় মাতালদের উপদ্রব লেগে থাকে। এদের কাছে প্রায় দিনই পথচারীরা নাজেহাল হন। অনেক সময় মূল্যবান জিনিসপত্র পর্যন্ত মাতালরা ছিনিয়ে নেয়।

এ সম্পর্কে কাষ্টঘর এলাকাবাসী বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়েও কোন ফল পাননি। এ নিয়ে তাদের মনে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। তারা সত্বর মদের দোকানটি উচ্ছেদের দাবী জানিয়েছেন।